মহিমান্বিত
কুরআন

মর্মার্থ ও শাব্দিক অনুবাদ
কুরআনীয় আরবি শিক্ষা সহায়ক

উপমহাদেশীয় হাফেজি সংস্করণ

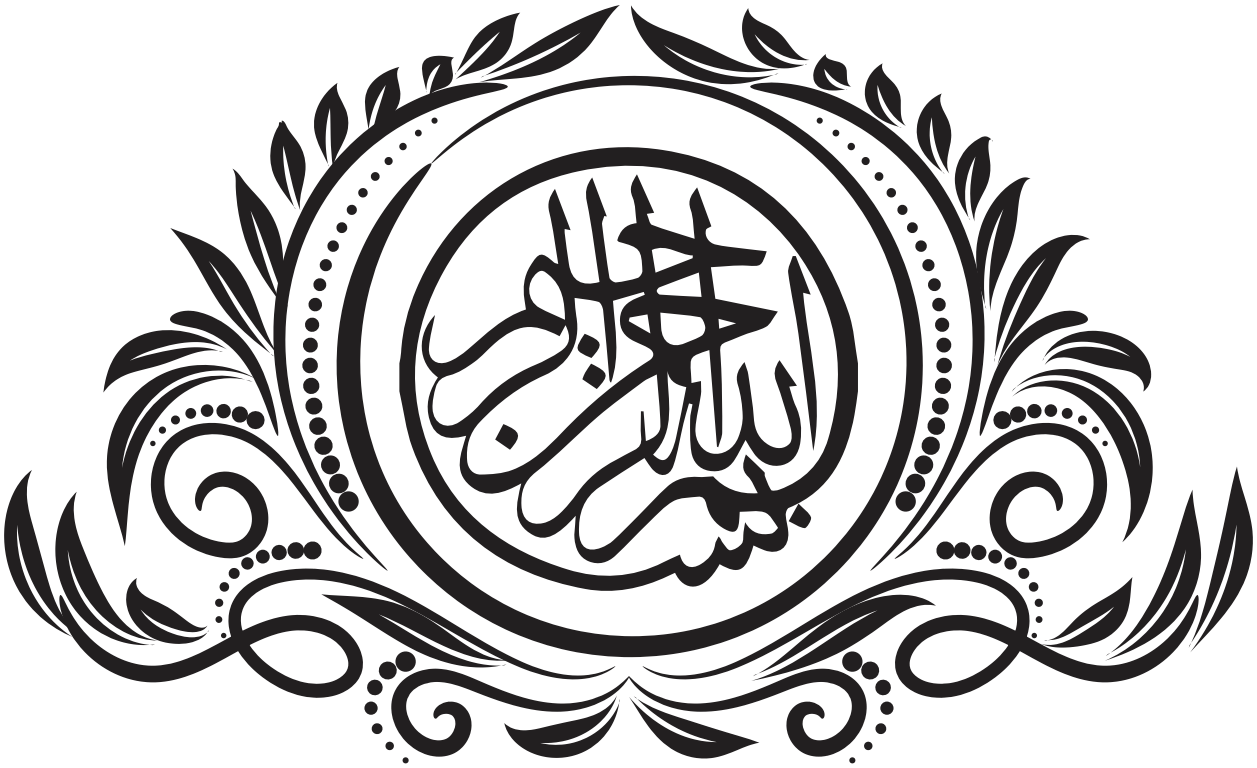

ایاتها ٧	١ سُوۡرَةُ الۡفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ٥	رکوعها ١

সূরা ফাতিহা

منزل ١

الرَّحِيۡمِ	الرَّحۡمٰنِ	اللّٰهِ	بِسۡمِ
সতত দয়াবান	পরম করুণাময়	**আল্লাহর**	নামে

الرَّحۡمٰنِ	١	الۡعٰلَمِيۡنَ	رَبِّ	لِلّٰهِ	اَلۡحَمۡدُ
(যিনি) অত্যন্ত দয়ালু	১	জগতসমূহের	রব	**আল্লাহর** জন্য	সকল প্রশংসা

نَعۡبُدُ	اِيَّاكَ	٣	الدِّيۡنِ	يَوۡمِ	مٰلِكِ	٢	الرَّحِيۡمِ
আমরা ইবাদাত করি	শুধু **আপনারই**	৩	কর্মফল	দিনের	**(যিনি)** মালিক	২	সর্বদা দয়াবান

الصِّرَاطَ	اِهۡدِنَا	٤	نَسۡتَعِيۡنُ	وَاِيَّاكَ
পথ	**আপনি** আমাদেরকে পরিচালিত করুন	৪	আমরা সাহায্য চাই।	এবং শুধু **আপনারই** (কাছে)

عَلَيۡهِمۡ	اَنۡعَمۡتَ	الَّذِيۡنَ	صِرَاطَ	٥	الۡمُسۡتَقِيۡمَ
(তাদের) যাদের ওপর	**আপনি** অনুগ্রহ করেছেন	(যারা) তাদের	পথ	৫	সরল সঠিক

ع ١ ٧

٦	الضَّآلِّيۡنَ	وَلَا	عَلَيۡهِمۡ	الۡمَغۡضُوۡبِ	غَيۡرِ
৬	যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে	এবং (তাদের পথও) নয়	(তাদের) যাদের ওপর	**(আপনার)** ক্রোধ পড়েছে	(তাদের পথ) ব্যতীত

পরম করুণাময় ও সতত দয়াবান **আল্লাহর** নামে

১. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক **আল্লাহর** জন্য,

২. **যিনি** অত্যন্ত দয়ালু, সর্বদা দয়াবান।

৩. **যিনি** কর্মফল দিনের মালিক।

৪. আমরা শুধু **আপনারই** ইবাদাত করি এবং শুধু **আপনারই** কাছে সাহায্য চাই।

৫. **আপনি** আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

৬. তাদের পথ যাদের ওপর **আপনি** অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ ব্যতীত যাদের ওপর **আপনার** ক্রোধ পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

- সূরা ফাতিহা

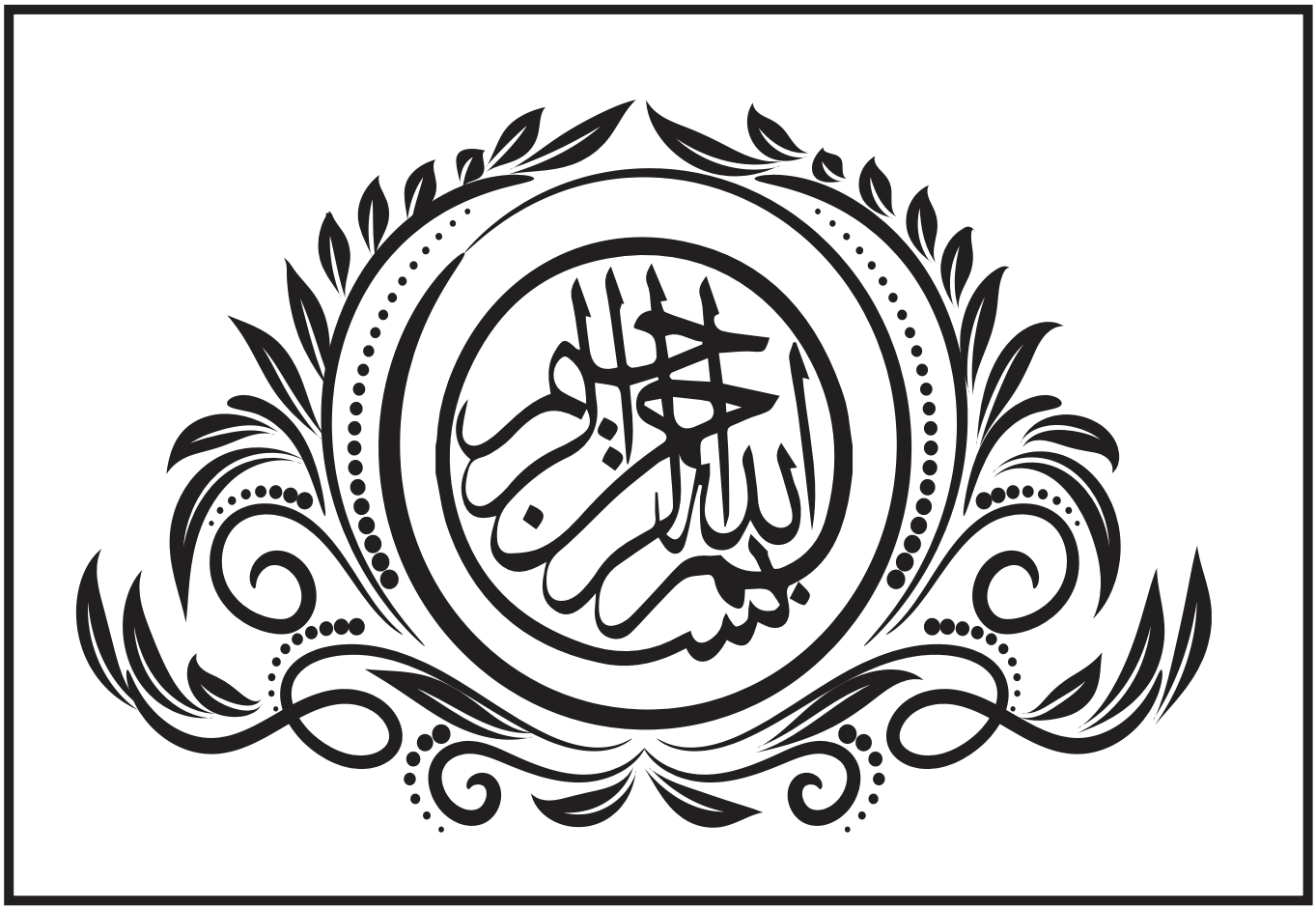

পরম করুণাময় ও সতত দয়াবান আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। [সূরার শুরুতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো কুরআনের একটি মুজিজা, যার প্রকৃত অর্থ **আল্লাহ** ছাড়া কেউ জানে না]

২. এই সেই কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশকারী। [ذٰلِكَ: মর্যাদার উচ্চতা ও দূরত্ব নির্দেশক হিসেবে هٰذَا-র পরিবর্তে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকি: ধার্মিক, সৎ বান্দা, **আল্লাহ**কে ভয়কারী—**তাঁর** নিষেধের সব ধরনের পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; এবং **আল্লাহ**কে অধিক ভালোবাসে—**তাঁর** নির্দেশের সকল প্রকার ভালো কাজ করতে উদ্‌গ্রীব থাকে]

৩. যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং **আমরা** তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে (যাকাত দেয়, নিজেদের জন্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি, অভাবীকে সাহায্য করে এবং **আল্লাহর** পথে ব্যয় করে)।

৪. এবং যারা ঈমান আনে (কুরআন ও সুন্নাতে) যা (হে মুহাম্মাদ সা.) তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে (অন্য নাবিদের কাছে) অবতীর্ণ (তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদি) করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে (পুনরুত্থান, প্রতিদান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি)।

اياتها ٢٨٦ ٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ٨٧ ركوعاتها ٤٠

আল-বাকারা

بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
নামে	**আল্লাহর**	পরম করুণাময়	সতত দয়াবান
الٓمّٓ ۝١	ذٰلِكَ	الْكِتٰبُ	لَا رَيْبَ ۛ	فِيْهِ ۛ	هُدًى
আলিফ-লাম-মীম ১	এই সেই	কিতাব	কোনো সন্দেহ নেই	যার মধ্যে	পথনির্দেশকারী
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢	الَّذِيْنَ	يُؤْمِنُوْنَ	بِالْغَيْبِ	وَ
মুত্তাকিদের জন্য ২	যারা	বিশ্বাস করে	অদৃশ্যের প্রতি	এবং
يُقِيْمُوْنَ	الصَّلٰوةَ	وَمِمَّا	رَزَقْنٰهُمْ	يُنْفِقُوْنَ ۝٣
(তারা) প্রতিষ্ঠা করে	সালাত	ও তা থেকে যা	**আমরা** তাদেরকে জীবিকা দিয়েছি	তারা ব্যয় করে ৩
وَالَّذِيْنَ	يُؤْمِنُوْنَ	بِمَآ	اُنْزِلَ	اِلَيْكَ	وَمَآ
এবং যারা	ঈমান আনে	যা	অবতীর্ণ করা হয়েছে	তোমার প্রতি	এবং যা
اُنْزِلَ	مِنْ	قَبْلِكَ ۚ	وَبِالْاٰخِرَةِ	هُمْ	يُوْقِنُوْنَ ۝٤
অবতীর্ণ করা হয়েছে	থেকে	তোমার পূর্বে	আর আখিরাতের প্রতি	তারা	দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ৪

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

৫	সফলকাম	তারা	এবং ওরাই	তাদের **রবের**	(পক্ষ) থেকে	সৎপথ	উপর (রয়েছে)	ওরা

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

তুমি তাদেরকে সতর্ক কর	না	অথবা	তাদের তুমি সতর্ক কর কি	তাদের জন্যে	(উভয়ই) সমান	অবিশ্বাস করেছে	যারা	নিশ্চয়

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ

এবং ওপর	তাদের শ্রবণশক্তির	এবং উপর	তাদের অন্তরের	উপর	**আল্লাহ**	সিল লাগিয়ে দিয়েছেন	৬	তারা বিশ্বাস করবে না

أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ

মানুষের	এবং মধ্য হতে	৭	মহা	শাস্তি	আর তাদের জন্যে (রয়েছে)	পর্দা (রয়েছে)	তাদের দৃষ্টিশক্তির

مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

৮	মু'মিন	তারা	অথচ না	শেষ	ও দিনের প্রতি	**আল্লাহর** প্রতি	আমরা ঈমান এনেছি	বলে	যারা

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

তাদের নিজেদেরকে	ছাড়া	তারা ধোঁকা দেয়	কিন্তু না	বিশ্বাস করেছে	ও যারা	**আল্লাহকে**	তারা ধোঁকা দিতে চায়

وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ

ব্যাধি	**আল্লাহ**	তাই বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের	রোগ	তাদের অন্তরসমূহের	মধ্যে আছে	৯	তারা অনুধাবন করে	এবং না

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ

বলা হয়	এবং যখন	১০	তারা মিথ্যা বলছিল	তারা (ছিল)	এজন্যে যে	যন্ত্রণাদায়ক	শাস্তি	আর তাদের জন্য (রয়েছে)

لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

১১	শান্তি স্থাপনকারী	আমরা	কেবল	তারা বলে	পৃথিবীর	মধ্যে	বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না	তাদের উদ্দেশ্যে

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا

এবং যখন	১২	তারা বুঝে না	কিন্তু	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	(তারাই)	নিশ্চয় তারা	জেনে রাখো

قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ

ঈমান এনেছে	যেমন	আমরা কি বিশ্বাস করবো	তারা বলে	মানুষেরা	বিশ্বাস করেছে	যেমন	তোমরা বিশ্বাস করো	তাদের (উদ্দেশ্যে)	বলা হলো

السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৩	তারা জানে	না	কিন্তু	নির্বোধ	তারাই	নিশ্চয় তারা	জেনে রাখো	নির্বোধেরা

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

সাথে	গোপনে মিলে	এবং যখন	আমরা বিশ্বাস করেছি	তারা বলে	বিশ্বাস করেছে	যারা	তারা মিলিত হয়	এবং যখন

شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৪	উপহাসকারী	আমরা	মূলত	তোমাদের সাথে	নিশ্চয় আমরা	তারা বলে	তাদের শাইতন (বন্ধুদের)

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

১৫	তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে	তাদের অবাধ্যতার	মধ্যে	এবং তাদের ঢিল দেন	তাদের সাথে	উপহাস করেন	**আল্লাহ**

৫. ওরাই তাদের **রবের** পক্ষ থেকে সঠিকপথের ওপর রয়েছে এবং ওরাই সফলকাম।

৬. নিশ্চয় যারা (সত্য—আল্লাহ, মালাক, রাসূল, কিতাব, পুনরুত্থান ও তাকদির) অবিশ্বাস করেছে, (হে মুহাম্মাদ সা.) তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা বিশ্বাস করবে না।

৭. **আল্লাহ** তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে সিল লাগিয়ে দিয়েছেন (হিদায়াতের পথ বন্ধ) এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

৮. আর মানুষের মধ্যে এমনও (মুনাফিক) আছে, যারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি **আল্লাহর** প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি', অথচ তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা **আল্লাহকে** এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।

১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (সন্দেহ ও মুনাফিকির) ব্যাধি। সুতরাং **আল্লাহ** তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যা বলত।

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করো না', তারা বলে, 'আমরা কেবল শান্তি স্থাপনকারী।'

১২. জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝে না।

১৩. আর যখনই তাদেরকে (মুনাফিকদের) বলা হয়, 'তোমরা বিশ্বাস করো যেমন লোকেরা (মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারীরা) বিশ্বাস করেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধেরা ঈমান এনেছে?' জেনে রাখো, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শাইতনদের (দুষ্টু ব্যক্তিদের) সাথে গোপনে মিলিত হয়, তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।'

১৫. **আল্লাহ** তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঢিল দেন। (ফলে) তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে।

১৬. এরাই তারা, যারা সৎপথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

১৭. তাদের উপমা ওই ব্যক্তির মতো, যে (আলোর জন্য) আগুন জ্বালালো। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, **আল্লাহ** তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অন্ধকারে যে, তারা দেখতে পায় না।

১৮. তারা (যেন) বধির-মূক-অন্ধ। তাই তারা (সৎপথে) ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা আকাশের বৃষ্টির মতো, যাতে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আর **আল্লাহ** কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (তাদের সকলকে **আল্লাহ** একত্রিত করবেন)।

২০. বিদ্যুৎচমকে তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখনই আলোকিত হয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর **আল্লাহ** যদি চাইতেন, অবশ্যই **তিনি** তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয় **আল্লাহ** সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের **রবের** ইবাদাত কর, **যিনি** সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকি (আয়াত ২.২) হতে পারো, পাপ থেকে বেঁচে চলতে পারো।

২২. **যিনি** তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা, আকাশকে ছাদ এবং আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি। অতঃপর **তার** মাধ্যমে বের করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য জীবিকাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে **আল্লাহর** জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।

২৩. আর **আমরা আমাদের** বান্দার (মুহাম্মাদ সা.-এর) ওপর যা নাযিল (কুরআন) করেছি, যদি তোমরা (আরবে মূর্তিপূজারি ইহুদি, খ্রিস্টান) সে সম্পর্কে সন্দেহে থাকো, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা নিয়ে আস এবং **আল্লাহ** ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ

তাদের ব্যবসা	লাভজনক হয়	সুতরাং না	সৎপথের বিনিময়ে	পথভ্রষ্টতা	ক্রয় করেছে	যারা	তারাই

وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ

আগুন	জ্বালালো	যে	উপমা যেমন (এক ব্যক্তির)	তাদের উপমা	১৬	সঠিক পথপ্রাপ্ত	তারা ছিল	এবং না

فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ

মধ্যে	এবং তাদের ছেড়ে দিলেন	তাদের আলো নিয়ে	**আল্লাহ**	নিলেন	তার চারপাশে	যা	আলোকিত করল	এর পর যখন

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ

অথবা	১৮	তারা ফিরে আসবে	না	সুতরাং তারা	অন্ধ	বোবা	বধির	১৭	তারা দেখতে পায়	না	অন্ধকারসমূহের

كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ

তারা রাখে	ও বিদ্যুৎচমক	এবং গর্জন	অন্ধকার	তার মধ্যে (আছে)	আকাশ	থেকে	বৃষ্টিপাতের মতো

اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ

পরিবেষ্টনকারী	অথচ **আল্লাহ**	মৃত্যুর	ভয়ে	বজ্রধ্বনির	কারণে	তাদের কানগুলোর	মধ্যে	তাদের আঙুলগুলোকে

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ

তাদের জন্য	আলোকিত হয়	যখনই	তাদের দৃষ্টিসমূহের	কেড়ে নেয়	বিদ্যুৎচমক	উপক্রম হয়	১৯	কাফিরদের

مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ

অবশ্যই **তিনি** নিয়ে নেবেন	**আল্লাহ**	চান	আর যদি	তারা দাঁড়িয়ে যায়	তাদের ওপর	অন্ধকারচ্ছন্ন হয়	এবং যখন	তার মধ্যে	তারা চলে

بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع يٰٓاَيُّهَا

হে	২০	সর্বশক্তিমান	কিছুর	সব	ওপর	**আল্লাহ**	নিশ্চয়	এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি	তাদের শ্রবণশক্তি

النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তোমাদের পূর্বে	থেকে	এবং যারা	তোমাদের সৃষ্টি করেছেন	**যিনি**	তোমাদের **রবের**	তোমরা ইবাদাত কর	মানুষ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ

এবং বর্ষণ করেছেন	ছাদ	ও আকাশকে	বিছানা	পৃথিবীকে	করেছেন	**যিনি**	২১	বেঁচে চলতে পারো (পাপ থেকে)	তোমরা যাবে

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ

তোমাদের জন্য	তোমাদের জন্য	রিযক হিসাবে	ফলমূল	কোনো	তা দ্বারা	এরপর বের করেছেন	পানি,	আকাশ	থেকে

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ

সন্দেহের	মধ্যে	তোমরা থাক	এবং যদি	২২	জানো	অথচ তোমরা	সমতুল্য	**আল্লাহর** সাথে	দাঁড় করিয়ো	অতএব না

مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا

এবং তোমরা ডাকো	তার সদৃশ	(মধ্য) থেকে	একটি সূরা	তবে তোমরা আনো	আমাদের দাসের	ওপর	আমরা অবতীর্ণ করেছি	তা থেকে যা

شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩	সত্যবাদী	তোমরা হও	যদি	**আল্লাহ**কে	বাদ	দিয়ে	তোমাদের সাক্ষীদেরকে

প্রাথমিক আরবি ব্যাকরণ নোটস
কুরআন বোঝার জন্য সহজ নাহ্‌ও পরিচিতি

ভূমিকা

আরবি ভাষার ব্যাকরণ (اَلْقَواعِدُ العَرَبِيَّةُ) দুই শাখায় বিভক্ত:

১. নাহ্‌ও (النَّحْوُ) – বাক্যগঠন ও শব্দের অবস্থান নিয়ে আলোচনা।

২. সরফ (الصَّرْفُ) – শব্দের আকার ও পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা।

এই সংযোজনী কেবল নাহ্‌ও-এর প্রাথমিক ধারণা দেবে—যা কুরআন বোঝার জন্য সরাসরি কাজে লাগবে।

১. আরবি ভাষায় শব্দের ধরণ (أَقْسامُ الكَلِمةُ) : আরবি ভাষার শব্দ তিন ভাগে বিভক্ত :

ধরন	পরিচিতি	উদাহরণ	কুরআনিক উদাহরণ
اِسْمٌ (ইসম) – নামবাচক শব্দ	ব্যক্তি, বস্তু, গুণ, স্থান বোঝায়	بَيْتٌ (বাড়ি), عِلْمٌ (জ্ঞান)	الحَمدُ لله এখানে الحَمدُ ইসম
فِعْلٌ (ফিয়ল) –ক্রিয়াবাচক শব্দ	অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের কোনো কাজ বোঝায়	كَتَبَ (লিখল), يقرأ (পড়ে)	خَلَقَ اللهُ এখানে خلق ফিয়ল
حَرْفٌ (হরফ) – অব্যয়	নিজে কোনো অর্থ বোঝায় না, কিন্তু বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে	في (মধ্যে), مَن (থেকে), على (উপরে)	في الأرض এখানে في হরফ

মনে রাখবেন: আরবি শব্দ দেখেই বোঝা যায় সেটি ইসম, ফিয়ল নাকি হরফ। তানউইন (ـً / ـٍ / ـٌ) এবং আলিফ-লাম (ال – আদাতুত তা'রিফ) শুধুমাত্র ইসম (নামবাচক শব্দ)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। হরফগুলো সাধারণত দুই বা তিন অক্ষরের ছোট শব্দ হয়। যেমন: مِنْ, إِلَى, عَلَى, فِي, لِ, كَمْ, أَنَّ, إِنَّ ইত্যাদি। যেসব হরফের পরে ফেয়ল (ক্রিয়া) আসে, সেগুলো হলো: سَ, سَوْفَ, لَنْ, لَمْ ইত্যাদি। অপরদিকে, যেসব হরফের পরে ইসম (নাম) আসে, সেগুলো হলো: كَ, بِ, عَلَى, إِلَى, فِي, مِنْ ইত্যাদি।

২. বাক্যের ধরণ (أَنواعُ الجُمَلِ) : আরবি ভাষায় মূলত দুটি ধরণের বাক্য ব্যবহৃত হয়--

ক. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ (নামবাচক বাক্য)

- ইসম দিয়ে শুরু হয়। সাধারণত স্থায়ী বা চিরন্তন সত্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- গঠন: مبتدأ (উদ্দেশ্য/Subject) + خبر (বিধেয়/Predicate)
- উদাহরণ: اللهُ غفورٌ رحيمٌ (আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু)। এখানে الله শব্দটি مبتدأ ও غفورٌ এবং رحيمٌ শব্দ দুইটি خبر হয়েছে।

আরবি সরফ (Morphology) নোটস
শব্দের গঠন বোঝার প্রাথমিক ধারণা

ভূমিকা

আরবি ভাষায় হাজার হাজার শব্দ তৈরি হয় একটি মূল ধাতু (Root letters) থেকে। সাধারণত এই ধাতু তিন অক্ষরের হয় (ثلاثي). যেমন: كَتَبَ । (ك–ت–ب)

👉 كَتَبَ **থেকে এসেছে :** كِتابٌ **(বই),** كاتِبٌ **(লেখক),** مَكْتوبٌ **(লিখিত),** كِتابَةٌ **(লেখা)।**

এভাবে এক রুট থেকে অসংখ্য শব্দ গঠিত হয়।

১. মূল ধাতু (الجُذُورُ-المادَّةُ)

তিন অক্ষর (Tri-literal): فَعَلَ ,(ف-ع-ل), علم (ع-ل-م), كتب (ب - ت - ك)
চার অক্ষর (Quadri-literal): وَسْوَسَ (و-س-و-س), زَلْزَلَ (ز-ل-ز-ل)
📌 নিয়ম: বেশিরভাগ শব্দ তিন অক্ষরের রুট থেকে আসে।

২. ফিয়ল (ক্রিয়া) এর ধরণ

আরবি ক্রিয়া সময়/কাল অনুযায়ী তিনভাবে বিভক্ত:

مَاضٍ (অতীত): كَتَبَ (সে লিখল)
مُضَارِعٌ (বর্তমান/ভবিষ্যৎ): يَكْتُبُ (সে লিখছে/লিখবে)
أَمْرٌ (আদেশ): اُكْتُبْ তুমি এখন লিখো/তুমি পরে লিখো (বর্তমান ও ভবিষ্যত)

৩. ফিয়ল-এর ১০টি ধরণ (Forms of Verb)

একটি রুট বিভিন্ন ওজন (Pattern) এ রূপ নেয়। এদেরকে Form I–X বলা হয়।

Form	Pattern	উদাহরণ (Root : كتب)	অর্থ	লক্ষণীয়
I	فَعَلَ	كَتَبَ	সে লিখল	ك–ت–ب
II	فعّل	كَتّبَ	বারবার লিখল	মাঝে অক্ষরটি দ্বিত্ত হয়েছে।
III	فاعل	كَاتَبَ	লিখিত যোগাযোগ করল, লিখাল, চুক্তি করল	প্রথম হরফের পরে । যুক্ত হয়েছে।
IV	أفعل	أَكْتَبَ	কাউকে লিখাল	শুরুতে হামযা যুক্ত হয়েছে।
V	تفعّل	تَكَتَّبَ	লিখতে চেষ্টা করল	মাঝের হরফ এবং শুরুতে ت যুক্ত হয়েছে।

কুরআন মুখস্থ করার কৌশল
(হিফজের জন্য ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা)

১. মুখস্থ করার পূর্বপ্রস্তুতি

- নিয়মিত সময় নির্ধারণ করুন: প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করুন (যেমন ফজরের পর, বা রাতে ঘুমের আগে)।
- পবিত্র পরিবেশ: অজু, শান্ত জায়গা, কিবলার দিকে মুখ করে।
- হাফেজি মুসহাফ: একই মুসহাফ ব্যবহার করুন (Hifz Mushaf), চোখ-মস্তিষ্ক এক ইমেজ ধরে রাখে।

২. ছোট অংশে ভাগ করা (৩–৫ আয়াত)

- একবারে ৩–৫ আয়াত মুখস্থ করা সবচেয়ে সহজ ও দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর।
- দীর্ঘ আয়াত হলে অর্ধেক-অর্ধেক ভাগ করুন।
- প্রতিটি আয়াত ১০ বার সরবে পড়ুন, তারপর মুখস্থ বলুন।

৩. ১০-১০-১০ পুনারাবৃত্তি রুল

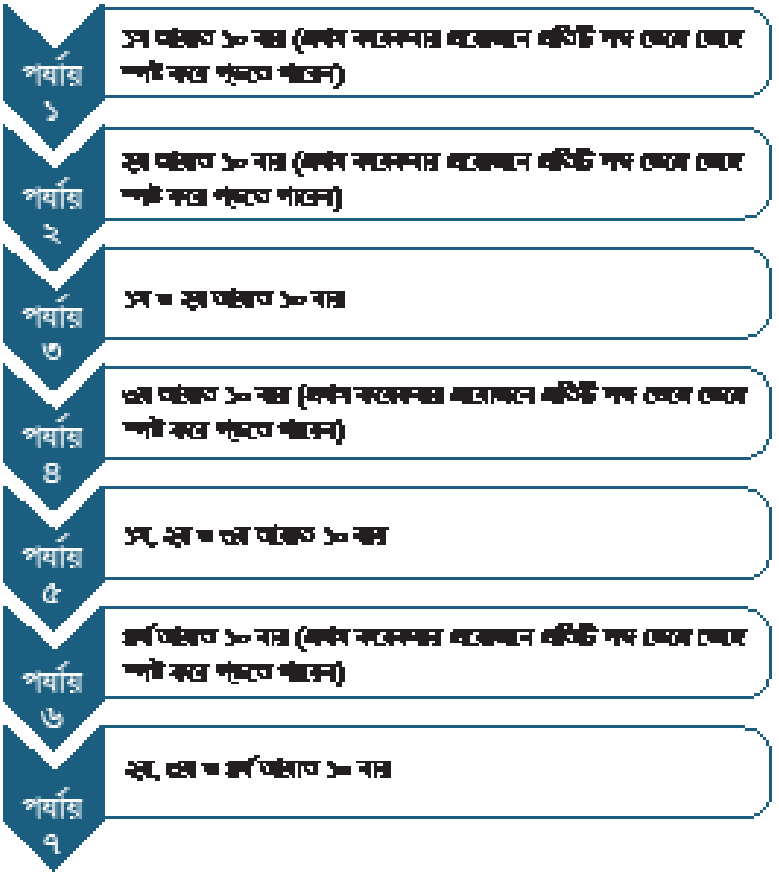

বিষয়ভিত্তিক আয়াতসমূহ

অন্যায়কারী*

অন্যায়কারীদের বর্ণনা: ২:১১৪, ২:১৪০, ৩:৫৭, ৩:৮৬, ৩:৯৪, ৩:১১৭, ৪:১৮, ৫:৪৫, ৬:২১, ৬:৫৮, ৬:৯৩, ৬:১৪৪, ৬:১৫৭, ৮:৫৫, ৯:২৩, ৯:৭০, ৯:৯৮, ১০:৪৪, ১৪:৪২, ১৬:৪৫-৪৭, ১৭:৮২, ২২:৫৩, ২২:৭১, ২৪:৪৮-৫০, ২৮:৫০, ২৯:৪, ২৯:৪০, ২৯:৪৯, ৩০:৯, ৩১:১১, ৩২:২২, ৩৫:৪০, ৪৫:১৯, ৪৫:২১, ৪৫:৩৩, ৪৯:১১, ৬১:৭, ৬৩:২-৩, ৯৮:৬

অন্যায়কারীদের অন্যায়ের শাস্তি: ২:১৬৫, ৪:১৮, ৪:৮৫, ৪:১২৩, ৪:১৬৮-১৬৯, ৬:৯৩, ৬:১২৯, ১০:৫৪, ১৩:২৫, ১৬:৮৫, ১৮:২৯, ১৮:৫৯, ২১:২৯, ২৭:৯০, ২৮:৮৪, ৩০:১০, ৩০:৫৭, ৩৯:৪৭-৪৮, ৪০:১৮, ৪০:৫২, ৪২:২২, ৪২:৪২, ৪২:৪৪-৪৫, ৫১:৫৯, ৫২:৪৭, ৭৬:৩১

অবিচার, *আরও দেখুন অন্যায়কারী*

২:১১৪, ২:১৪০, ২:১৮৮, ৩:২১, ৩:১০৮, ৪:৯-১০, ৪:২৯-৩০, ৪:১৬১, ৬:২১, ৬:৯৩, ৬:১৪৪, ৬:১৫৭, ৯:৩৪, ১০:৪৪, ২০:১১১-১১২, ২৭:১৪, ২৯:৬৮, ৩১:১৩, ৩২:২২, ৪০:১৭, ৪২:৪২, ৬১:৭

অবিশ্বাসী*

তাঁদের বর্ণনা: ২:৬-৯, ২:১৭১, ২:২১২, ২:২৫৭, ৩:৯০, ৩:৯৮, ৪:৩৭-৩৮, ৪:১৫০-১৫১, ৫:১০, ৫:১৭, ৫:৭২-৭৩, ৬:১২২, ৭:১০১, ৮:৩৬, ৮:৭৩, ৯:৩৭, ৯:৭৪, ১০:৯৬-৯৭, ১৩:৩৩, ১৪:১৮, ১৪:২৮-৩০, ১৬:২২, ১৮:৫৬, ১৯:৮৩, ২২:৫৫, ২২:৭২, ২৩:১১৭, ২৭:৪, ২৭:৬৭-৬৮, ২৯:২৩, ৩৫:৩৯, ৩৮:২, ৩৯:৪৫, ৪০:৪, ৪০:১২, ৪১:৪৪, ৪৭:৮-৯, ৪৭:১১-১২, ৬৬:১০

বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক: ২:১০৫, ৩:২৮, ৩:৯৮-১০০, ৪:১০১, ৪:১৩৯-১৪০, ৪:১৪৪, ৫:৫৭, ৬:৬৮, ৯:২৩, ১১:১১৩, ৬০:১-২, ৬০:৮-১৩, ৭৬:২৪, ১০৯:১-৬

তাঁদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: ২:৩৯, ২:১২৬, ২:১৬১-১৬২, ৩:৪, ৩:১২, ৩:৫৬, ৩:৯১, ৩:১৭৮, ৪:১৪০, ৪:১৬৮-১৬৯, ৫:৩৬-৩৭, ৬:৭০, ৮:৩৬, ৯:৬৮, ১০:৪, ১০:৬৯-৭০, ১৩:৩৪, ১৬:১০৪, ১৬:১০৬, ১৭:৮, ১৭:১০, ১৮:১০২, ২১:৩৯-৪০, ২২:১৯-২২, ২২:৭২, ২৪:৫৭, ২৯:২৩, ৩৫:৩৬, ৩৫:৩৯, ৩৯:৭১-৭২, ৪০:১০, ৪১:২৭-২৮, ৪২:২৬, ৪৭:৩৪, ৫৮:৫, ৬৭:৬

আল আ'রাফ *সূরা ৭ (৭ : ৪৬)*

আ'রাফ এর অধিবাসী: *৭:৪৬-৪৮*

আইকাহ (কূপ)-এর অধিবাসী: *দেখুন মাদইয়ান*

আইন *আরও দেখুন আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র প্রণীত আইন, আইনী দন্ড ও কর্মের প্রতিফল*

আইনী দন্ড ও কর্মের প্রতিফল

২:১৭৮-১৭৯, ২:১৯০-১৯২, ২:১৯৪, ৪:১৫-১৬, ৪:২৫, ৫:৩৩-৩৪, ৫:৩৮, ৫:৪৫, ১২:৮৫, ১৬:১২৬, ১৭:৩৩, ২২:৬০, ২৪:২, ২৪:৪-৯, ৪২:৪০-৪১

* শুধুমাত্র সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে এমন আয়াতগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।